হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)'র জীবন দর্শনের মূলকথাঃ
প্রকাশনাতত্ত্ব

আবদুল বারী আল-বাকী
নাফিজ উদ্দিন খান

ভূমিকা

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) ছিলেন একজন মহান সাধক, শিক্ষাবিদ। তৎকালীন খুলনা জেলার বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার নলতা গ্রামে ১৮৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। যদিও সচরাচর তাকে বলা হয় একজন ক্ষনজন্মা শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী । তিনি ছিলেন একজন সাধক পুরুষ, তেমনি ছিলেন শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক, সাহিত্যিক, লেখক ও প্রকাশক। তিনি নিজে যেমন গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেছেন তেমনি অন্যদেরকেও গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশে উৎসাহীত করেছেন। প্রফেসর মোহাম্মদ মুসা তার স্মৃতিচারণে বলেন "হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)-এর জন্ম এমনি এক যুগ সন্ধিক্ষনে যখন ভারতবর্ষে ইংরেজ ও ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। তাঁর কর্মজীবনের প্রায় পুরটা সময় দেশে এক ধরণের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অস্থিরতা বিরাজ করে।" খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বারকগ্রন্থের ভূমিকায় ড. গোলাম মঈনউদ্দিন বলেন "ইতিহাস থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাঙালি মুসলমানদের জীবন বিকাশে সংঘাতময় পটভূমি নিরসনে যেকজন মুসলিম মনীষী সাংস্কৃতিক ও বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধির জন্য কাজ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম মুন্সী জমিরউদ্দীন (১৮৭১-), মুন্সী মেহেরউল্লা (১৮৬১-১৯০৬), মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫), ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), মাওলানা আকরাম খাঁ (১৮৮৩-১৯৬৯) প্রমুখ অন্যতম। মুসলমানরা যখন নানাভাবে দুর্দশা ও হতাশগ্রস্থ এবং তাদের মঙ্গলের জন্য উপর্যুক্ত মনীষীগণ নানামুখী সংগ্রাম ও সংস্কার প্রচেষ্টায় মুখর এমনি এক পরিমণ্ডলে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার জন্ম।"[১](স্বারকগ্রন্থ পৃ-২২)। সেই সময়ে আরও যেসব মনীষী বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি, সামাজিক ও ধর্মীও শ্রীবৃদ্ধিতে অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), মীর মুশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮), বিভুতিভুষন বন্দোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-) প্রমুখ। এঁদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

এতসব কীর্তিমান ব্যক্তিত্বের মাঝেও খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা তাঁর নিজ মহিমায় সমুজ্বল ছিলেন। তবে লেখালেখিতে তাঁর আগ্রহ ঠিক কোন সময় থেকে তা জানা যায় না। ছাত্রজীবনে তিনি লেখালেখিতে অভ্যস্ত ছিলেন কিনা তাও জানা যায় না। তৎকালীন সময়ে শিক্ষা বিভাগে চাকুরী করার সময় ইংরেজিতে কিছু প্রতিবেদন ও প্রবন্ধাদি তাঁকে তৈরী করতে হয়েছিল। ১৮৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে 'নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা সম্মেলন' এর ত্রয়োদশ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যার মাধ্যমে ধনবাড়ির নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী মুসলমানদের ঐতিহ্য ও অতীত কীর্তি-গাথা সম্বলিত পাঠ্যগ্রন্থ প্রণয়ন ও পাঠ্যসূচীভুক্ত করার আন্দোলন উপস্থিত করেন। এই সম্মেলনে খাবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ডেলিগেট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। নওয়াব আলী চৌধুরীর পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের আন্দোলনের ডাক তাঁকে প্রভাবিত করে। (স্বারকগ্রন্থ পৃ: ১৪৬)। তবে লেখালেখিতে তাঁর উৎসাহ দেখা যায় ১৯০৫ সালের দিকে। পূর্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেন্টের চীফ সেক্রেটারি তাঁকে শিলং ভবনে আমন্ত্রণ করে 'শিক্ষার মাধ্যম' বিষয়ক বিতর্কে তাঁর মতামত চান। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা নিজেই লেখেন, 'আইন পরিষদে যখন Medium of Instruction কি হইবে সেই লইয়া তুমুল আলোচনা হয়, তখন চীফ সেক্রেটারী এই গরিবের লিখিত Article সমর্থন করতঃ উক্ত পরিষদে গোচরীভূত করেন'। (স্বারকগ্রন্থ পৃ:১৫০)। বলা যায় এই সময় থেকেই মূলত তাঁর লেখালেখির অভ্যাস গড়ে ওঠে।

বাংলা ভাষার উন্নয়নে অবদান

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বাংলা ভাষার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। বাংলা ভাষা উন্নয়নে তাঁর চিন্তা-চেতনা সেই সময়েই প্রতিয়মান হয়। ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা যশোর-খুলনা সিদ্দিকিয়া সাহিত্য সমিতির বিশেষ অধিবেশনে 'বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য' শীর্ষক একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে তিনি স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ রচনা না করলেও অভিভাষণে তাঁর ভাষাচিন্তা ও সাহিত্য-চিন্তার একটি সুস্পষ্ট চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। তিনি অভিভাষণে বলেন: "সমাজসেবাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্জনীয়। আমাদের জাতীয় ইতিহাস, সামাজিক উপন্যাস, তাপসিদিগের জীবনী সমস্তই আরবী, ফারসী ও উর্দ্দু ভাষায় লিখিত; যে পর্যন্ত এইগুলি প্রকৃষ্ট বঙ্গভাষায় লিখিত না হইবে, সে পর্যন্ত বাঙ্গালাভাষা মুসলমানের নিজস্ব বলিয়া পরিচিত না হইবে, সে পর্যন্ত বাঙ্গলা সাহিত্য জাতীয় শক্তি উদ্দীপিত করিতে সক্ষম হইবে না। সাহিত্যকগণ যতই এইক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, মুসলমান ছাত্র যতই বাঙ্গলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হইবে, স্বীয় জীবন গঠনে প্রবৃত্ত হইবে ও জাতীয় উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিবে। যতই বাঙ্গলাভাষা জাতীয়ভাবে স্নাত হইবে, ততই মুসলমানদিগের শিক্ষার পথ সুগম হইবে।" (স্বারকগ্রন্থ পৃ: ১২০)।

সাহিত্যজীবন

সাহিত্যচর্চা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার জীবনের একটি বিশেষ ধারা। ১৮৯৫ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দর্শন শাস্ত্রে এম.এ পাশ করার পর তিনি প্রথম চাকরী পান রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে অতিরিক্ত শিক্ষক হিসেবে। তবে পরের বছরই তিনি সহকারী স্কুল-ইন্সপেক্টর হন। ১৯২৪ সালে তিনি 'ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসে' যোগদান করেন এবং এক পর্যায়ে শিক্ষা বিভাগের 'সহকারী ডিরেক্টর' হিসেবে পদন্নতি লাভ করেন। সারাজীবন শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত থাকায় তাঁর সাহিত্যসমগ্র মূলত শিক্ষাকেন্দ্রীক। তৎকালীন সময়ে মুসলমানরা শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ ছিল। মুসলমান লেখকের রচিত পাঠ্যপুস্তকের অভাব ছিল। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা কর্মজীবনে প্রবেশ করে এই অভাব বেশি উপলব্ধি করেন। সম্ভবত সেই কারণেই তিনি সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় যত পুস্তক প্রণয়ন করেন তার অধিকাংশই ছিল পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভূক্ত। তিনি বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করে ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিমল অনুরাগের পরিচয় শুধু দেননি, তৎকালীন সাহিত্য সমাজ ও সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি প্রত্যক্ষ যোগাযোগ অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ১৯১৭-১৯১৮ সনের কার্যকরী পরিষদের সহ-সভপতি ছিলেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন আবদুল করিম এবং সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক। সমিতির দু'জন 'সহকারী সভাপতি' ছিলেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ছাড়া দ্বিতীয় 'সহকারী সভাপতি' ছিলেন মোহাম্মদ আকরাম খাঁন। (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৫, পৃ: ৭৪-৭৫, স্বারক গ্রন্থ পৃ: ৫৮)। এই সমিতি তৎকালীন সাহিত্য সংগঠন ও সাহিত্য আন্দোলনে বিশিষ্ট ভুমিকা পালন করে। সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্নে সমিতির উদ্দেশ্য নিম্নোক্তভাবে প্রচার করা হয়:

(১) বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনা ও তার পরিপুষ্টি সাধন।
(২) আরবী, পারসী ও উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষা হইতে ধর্মশাস্ত্র ও ইতিহাসাদির অনুবাদ প্রকাশ।
(৩) প্রাচীন মুসলমান-বঙ্গ-সাহিত্যের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।
(৪) বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের পীর ও সাধুপুরুষদিগের (ওলীদিগের) জীবনী সংগ্রহ ও প্রকাশ।
(৫) বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের প্রাচীন বংশাবলীর ও প্রাচীন কীর্তিকলাপের ইতিবৃত্ত ও জাতীয় ইতিহাসের অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ।
(৬) বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের মাসিক, সাময়িক, সাপ্তাহিক পত্রের বহুল প্রচার।
(৭) সদগ্রন্থের প্রচারকল্পে সাহিত্যসেবীদিগকে উৎসাহ প্রদান।
(৮) সাহিত্যক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন। (স্বারক গ্রন্থ পৃ:৫৮)।

বাংলা সাহিত্যের বিকাশ এবং হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি উন্নয়নে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অসামান্য অবদান রয়েছে। সমিতির উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রায় সকল ধরণের কাজই খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা করে দেখিয়েছেন। তিনি ছিলেন সমিতির একাধারে একজন একনিষ্ঠ কর্মী এবং নিবেদিত একজন সংগঠক। সমিতির মুখপত্র 'বঙ্গীয় মুসলমান সাাহিত্য প্রত্রিকা'র ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় লক্ষ্য করা যায় যে, "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিরি উন্নতিকল্পে বারো জন বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী এককালীন বা মাসিক বা উভয়বিধ নির্দিষ্ট একটি অংকের চাঁদা প্রদানে প্রতিশ্রুত মধে ছিলেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা মাসিক তিন টাকা চাঁদা প্রদানে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। এখন থেকে প্রায় একশত বছর আগে এই তিন টাকার ব্যবহারিক মূল্য যে কেমন ছিল তা সহজেই অনুমেয়। এককালীন বা মাসিক চাঁদা প্রদানে প্রতিশ্রুত ব্যক্তিদের মধ্যে আরো ছিলেন খান বাহাদুর সৈয়দ আবদুল লতিফ, এস. ওয়াজেদ আলী, এলাহী বকশ মল্লিক, মৌলভী আবদুল করিম, মোঃ ইউসুফ খান প্রমুখ।" (স্বারকগ্রন্থ পৃ: ৫৮}। সাহিত্য সংগঠনের উন্নয়নের জন্য খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার এই অবদান তৎকালীন সমাজে বিশেষ অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে। ফলে সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রতিভার সৃষ্টি হয়, সৃষ্টি হয় নতুন নতুন লেখকের। এভাবে নতুন লেখক সৃষ্টি হওয়ায় নতুন নতুন পুস্তক প্রবর্তন হতে থাকে। ফলে পুস্তক প্রকাশনা ও বিপননের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ বিষয়ে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা আগেভাগেই চিন্তা করেছিলেন। যেহেতু পুস্তক লেখার সাথে পুস্তক মুদ্রণ ও প্রচারের সম্পর্ক আছে তাই তিনি লাইব্রেরিও প্রতিষ্ঠা করেন।

গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনা

বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেই তিনি ক্ষ্যন্ত হন নি বরং নিজেই বাংলা ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা ও তা প্রকাশ করে বাস্তবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে ৭০টি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে কোন বাঁধাধরা বিষয় ছিল না তবে বেশিরভাগ গ্রন্থই ছিল ধর্ম, ইতিহাস ও জীবনী বিষয়ক। খানবাহাদুর "আহ্ছানউল্লার সমগ্র জীবনকে নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করা যায়:

শিক্ষা জীবন	১৮৮৩-১৮৯৫
চাকরি জীবন	১৮৯৫-১৯২৯
অবসর জীবন	১৯২৯-১৯৬৫
লেখক জীবন	১৯০৫-১৯৬৫

তাহলে তাঁর লেখক জীবন হিসাবে আমরা পাই সুদীর্ঘ ৬০ বৎসর। এই দীর্ঘ সময়কে তিনি পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেছেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৭০। এসকল গ্রন্থের শ্রিণীবিভাগ নিম্নে দেখানো হলো:

১। জীবনী বিষয়ক ৫
২। কোরআন ও হাদিস বিষয়ক ২০
৩। শিশু সাহিত্য বিষয়ক ৫
৪। ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য বিষয়ক ৪
৫। ইসলামী বিধান বিষয়ক ৫
৬। ইতিহাস বিষয়ক ৯
৭। বিভিন্ন ধর্মের উপর আলোচনা বিষয়ক ৫
৮। ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক ৪
৯। শিক্ষা বিষয়ক ৫
১০। ভ্রমণ কাহিনী বিষয়ক ১
১১। পত্রাবলী ৫

১২। বিবিধ ২" (স্বারক গ্রন্থ পৃ: ৩০)। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচিত অধিকাংশ গ্রন্থই ধর্ম, ইতিহাস ও জীবনী বিষয়ক হলেও তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ হল "পদার্থ শিক্ষা"। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালের এপ্রিল মাসে রাজশাহী থেকে। প্রকাশক ছিলেন জনাব জান মুহাম্মদ খান। এটি ছিল পদার্থ বিদ্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণ বই। এসময় তিনি ছিলেন রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থটিও ছিল শিক্ষাদান প্রণালীবিষয়ক। দার্জিলিং হাইস্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক অচ্যুতনাথ অধিকারীর সহযোগিতায় রচিত "টীচারস ম্যানুয়েল" গ্রন্থে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষাদানের পদ্ধতি লিপিবদ্ধ রয়েছে। গ্রন্থটি ১৯১৫ সালে কলকাতার ম্যকমিলাণ এন্ড সন্স প্রথম প্রকাশ করে। একশত বছর আগে প্রকাশিত এ গ্রন্থটি অদ্যবধি শিক্ষক প্রশিক্ষণের যথার্থ উপযোগী। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা তাঁর জীবদ্দশায় সর্বমোট ৮১টি গুন্থ রচনা করেছেন বলে জানা যায়। তবে রচিত এবং প্রকাশিত (মুদ্রিত)) গ্রন্থাবলী নিম্নরুপ:

ক্রঃনং	গ্রন্থের নাম	প্রথম প্রকাশ	প্রকাশক	প্রকাশনা সংস্থা
১.	পদার্থ শিক্ষা	রাজশাহী, ১৯০৫	জান মুহাম্মদ খান	
২.	টীচারস্ ম্যানুয়েল (যৌথ প্রকাশণা)	কোলকাতা, ১৯১৫		ম্যাকমিলান এন্ড কোং
৩.	বঙ্গ ভাষা ও মুসলমান সাহিত্য	কোলকাতা, ১৯১৮	কৃষ্ণ চৈতন্য দাস	মেটকাফ প্রিন্টিং ওয়ার্ক
৪.	মোছলেম জগতের ইতিহাস	কোলকাতা, ১৯১৮	মুহাম্মদ মোবারক আলী, মুখদুমী লাইব্রেরী	নিউ ক্যালকাটা প্রেস
৫.	ইসলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ	ঢাকা, ১৯২৬	কাজী আবদুর রশীদ, বি.এ., প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী	
৬.	নীতি ও ধর্মশিক্ষা এবং চরিত্র গঠন	কোলকাতা, ১৯২৯	গ্রন্থকার	
৭.	হেজাজ ভ্রমণ	কোলকাতা, ১৯২৪	গ্রন্থকার	
৮.	আল ইসলাম	কোলকাতা, ১৯৩০	মুহাম্মদ বদরোদ্দোজা	
৯.	নামাজ শিক্ষা	খুলনা, ১৯৩০	বেগম আহ্ছানউল্লা	
১০.	হজরত মোহাম্মদ (সঃ)	কোলকাতা, ১৯৩১	মুহাম্মদ বদরোদ্দোজা	
১১.	কোরাণ ও হাদিসের আদেশাবলী	কোলকাতা, ১৯৩১	মুহাম্মদ বদরোদ্দোজা	
১২.	শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান	কোলকাতা, ১৯৩১	মুহাম্মদ বদরোদ্দোজা, এম্পায়ার বুক হাউস	
১৩.	History of the Muslim World	কোলকাতা, ১৯৩১	এম. বি. দোজা, এম্পায়ার বুক হাউস	শ্রীরাম প্রেস,
১৪.	মোস্তফা কামাল	কোলকাতা, ১৯৩৪	আহ্ছানউল্লা বুক হাউস	
১৫.	ইসলামের ইতিবৃত্ত	কোলকাতা, ১৯৩৪	আহ্ছানউল্লা বুক হাউস	
১৬.	দরবেশ জীবনী	কোলকাতা, ১৯৩৪	আহ্ছানউল্লা বুক হাউস লিমিটেড	
১৭.	দীনিয়াত (প্রথম ভাগ)	কোলকাতা, ১৯৩৪	আহ্ছানউল্লা বুক হাউস লিমিটেড	
১৮.	দীনিয়াত (দ্বিতীয় ভাগ)	কোলকাতা, ১৯৩৪	আহ্ছানউল্লা বুক হাউস লিমিটেড	
১৯.	এবনে ছউদ	কোলকাতা, ১৯৩৫	আহ্ছানউল্লা বুক হাউস লিমিটেড	
২০.	ভক্তের পত্র	ঢাকা, ১৯৩৬	মখদুমী লাইব্রেরী ও আহ্ছানউল্লা বুক হাউস	
২১.	মানবের পরম শত্রু	কোলকাতা, ১৯৩৯	নজমুল ওলা, মখদুমী লাইব্রেরী ও আহ্ছানউল্লা বুক হাউস লিমিটেড	
২২.	তরিকত শিক্ষা	কোলকাতা, ১৯৪০	মখদুমী লাইব্রেরী ও আহ্ছানউল্লা বুক হাউস লিমিটেড	
২৩.	নামাজের ছুরা	কোলকাতা, ১৯৪০	মখদুমী লাইব্রেরী ও আহ্ছানউল্লা বুক হাউস	
২৪.	পেয়ারা নবী	কোলকাতা, ১৯৪০	মখদুমী লাইব্রেরী ও আহ্ছানউল্লা বুক হাউস	

ক্র:নং	গ্রন্থের নাম	প্রথম প্রকাশ	প্রকাশক	প্রকাশনা সংস্থা
২৫.	হজরতের বচনাবলী	ঢাকা, ১৯৪০	মখদুমী লাইব্রেরী	
২৬.	কোরানের সার	কোলকাতা, ১৯৩৬	মখদুমী লাইব্রেরী ও আহ্ছানউল্লা বুক হাউস লিমিটেড	
২৭.	কোরআনের শিক্ষা	কোলকাতা, ১৯৪১	মখদুমী লাইব্রেরী ও আহ্ছানউল্লা বুক হাউস	
২৮.	আল ওয়ারেছ	সিলেট, ১৯৪৬		
২৯.	আমার জীবনধারা	কোলকাতা, ১৯৪৬	মখদুমী লাইব্রেরী	
৩০.	ছুফী	ঢাকা, ১৯৪৭	মুহাম্মদ কাসেম, মখদুমী এন্ড আহ্ছানউল্লা লাইব্রেরী	
৩১.	আমাদের ইতিহাস (যৌথভাবে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ও মুজীবুর রহমান খাঁ রচিত)	ঢাকা, ১৯৪৮		
৩২.	বাঙ্গালা সাহিত্য ২য় ভাগ	ঢাকা, ১৯৪৮	মখদুমী এন্ড আহ্ছানউল্লা লাইব্রেরী	
৩৩.	Child's Grammar	কোলকাতা, ১৯৪৮	মখদুমী লাইব্রেরী এন্ড আহ্ছানউল্লা বুক হাউস	জি. সি. দে, সিটি প্রিন্টার্স
৩৪.	বিশ্ব শিক্ষক	কোলকাতা, ১৯৪৯	মখদুমী লাইব্রেরী এন্ড আহ্ছানউল্লা বুক হাউস	
৩৫.	সৃষ্টিতত্ত্ব	কোলকাতা, ১৯৪৯	মখদুমী লাইব্রেরী এন্ড আহ্ছানউল্লা বুক হাউস	
৩৬.	দোয়া ও দরুদ	কোলকাতা, ১৯৪৯	মোঃ রফিকুল হাসান, কোরান প্রচার কার্যালয়	
৩৭.	প্রেমিকের পত্রাবলী	ঢাকা, ১৯৪৯	মুহম্মদ কাসেম, মখদুমী এন্ড আহ্ছানউল্লা লাইব্রেরী	
৩৮.	ইসলামের মহতী শিক্ষা	১৯৪৯		
৩৯.	মোসলেমের নিত্যজ্ঞাতব্য	কোলকাতা, ১৯৪৯	মখদুমী লাইব্রেরী এন্ড আহ্ছানউল্লা বুক হাউস	
৪০.	রাজর্ষি আওরঙ্গজেব ও মোসলেম সভ্যতা ১ম খন্ড	২৪ পরগণা, ১৯৪৯	ডাঃ মুহাম্মদ সৈয়দ আলী, এল.এম.এফ, ভাঙ্গড়	
৪১.	আমার শিক্ষা ও দীক্ষা	কোলকাতা, ১৯৪৯	মখদুমী লাইব্রেরী এন্ড আহ্ছানউল্লা বুক হাউস	
৪২.	কুতুবুল আখতাব হাজী ওয়ারেছ আলী শাহ	কোলকাতা, ১৯৫০	মুহম্মদ রফিকুল হাসান	
৪৩.	গীত-গুচ্ছ	১৯৫০	ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পাবলিকেশন ট্রাস্ট, ২০০০	
৪৪.	মহাপুরুষদের অমীয় বাণী	চট্টগ্রাম, ১৯৫০	দি ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সিন্ডিকেট লিঃ	
৪৫.	পাঁচ ছুরা	কোলকাতা, ১৯৫১	মোঃ রফিকুল হাসান	
৪৬.	কোরআনের বাণী ও একত্মবাদ	খুলনা, ১৯৫১	আহ্ছানিয়া লাইব্রেরী, খুলনা	
৪৭.	ইসলাম ও জাকাত	খুলনা, ১৯৫১	আহ্ছানিয়া লাইব্রেরী, খুলনা	
৪৮.	ছেলেদের মহানবী	খুলনা, ১৯৫১	আহ্ছানিয়া লাইব্রেরী, খুলনা	
৪৯.	ইসলাম রবি হজরত মোহাম্মদ	২৪ পরগণা, ভারত, ১৯৫২	মোহাম্মদ শফিকুল হাসান	

ক্রঃনং	গ্রন্থের নাম	প্রথম প্রকাশ	প্রকাশক	প্রকাশনা সংস্থা
৫০.	বাংলা হাদীছ শরীফ ১ম খন্ড	খুলনা, ১৯৫২	আহ্ছানিয়া লাইব্রেরী, খুলনা	
৫১.	বাংলা হাদীছ শরীফ ২য় খন্ড	খুলনা, ১৯৫২	আহ্ছানিয়া লাইব্রেরী, খুলনা	
৫২.	হাজী ওয়ারেছ আলী	কোলকাতা, ১৯৫৬		সুয়িস প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫৩.	ইসলামের বাণী ও পরমহংসের উক্তি	কোলকাতা, ১৯৫৬	আবদুর রশিদ মন্ডল	
৫৪.	হাদীছ গ্রন্থ	ঢাকা, ১৯৫৬	আব্দুল বারি ওয়ার্ছি	
৫৫.	আউলিয়া রচিত	২৪ পরগুণা, ভারত, ১৯৫৭	আব্দুর রাজ্জাক	
৫৬.	মধ্য ও দূর প্রাচ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	রচনাকাল ১৯৫৮ প্রথম প্রকাশ ঢাকা, ২০০০	আহ্ছানিয়া মিশন পাবলিকেশন ট্রাস্ট	
৫৭.	ইসলামের দান	২৪ পরগুণা, ভারত, ১৯৫৮	মুহম্মদ আব্দুর রাজ্জাক	
৫৮.	বাংলা মৌলুদ শরীফ	ঢাকা, ১৯৬২	ফেভারিট বুকস, ঢাকা	
৫৯.	আহ্ছানিয়া মিশনের মত ও পথ	ঢাকা, ১৯৬২	ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন	
৬০.	জীবন স্মৃতি	ঢাকা, ১৯৬২	মাহ্বুবা খাতুন, আহমেদ সন্স	
৬১.	মুসলিম জাহান	ঢাকা, ১৯৬৩	আব্দুল মজিদ সরকার	মজিদ পাবলিসিং হাউস
৬২.	বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী	ঢাকা, ১৯৬৪	ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন	
৬৩.	পত্রাবলী: ইরশাদে মুরশীদ	ঢাকা, ১৯৮৪ (রচনাকাল ১৯৫২-৬৪)	আহ্ছানিয়া মিশন পাবলিকেশন ট্রাস্ট	
৬৪.	নির্বাচিত প্রবন্ধ: খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা	ঢাকা, ১৯৮৮	জয় পাবলিশার্স	
৬৫.	পত্রাবলী: অমিয় বাণী	ঢাকা, ১৯৯২ (রচনাকাল ১৯৩২-৬৪)	আহ্ছানিয়া মিশন পাবলিকেশন ট্রাস্ট	

প্রকাশনা সংস্থা

পুস্তক লেখার সাথে পুস্তক মুদ্রণ ও প্রচারের সম্পর্ক আছে বিষয়টি খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ভালভাবেই জানতেন। কিন্তু তিনি যেহেতু সরকারি চাকরি করতেন তাই সরাসরি নিজে না করে ইন্ধন জুগিয়ে অন্যকে দিয়ে ১৯১১ সালে কলকাতার 'মখদুমী লাইব্রেরী' এবং পরবর্তীতে 'এম্পায়ার বুক হাউস' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুস্তক প্রকাশ ও প্রচারের অবদান রাখেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজে বলেন, "আমার চাকুরী জীবনে কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোহাম্মদ মোবারক আলি (এক্ষণে খান বাহাদুর) এর জন্য কলেজ স্কোয়ারে একটী পুস্তকের দোকানের ব্যবস্থা করি, প্রথমে তাঁহার শ্বশুর অর্দ্ধাংশ শেয়ার লইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম অবস্থায় লাভজনক না হওয়ায় তিনি এই কারবারে বেশী টাকা দিতে সম্মত হইলেন না, তখন জনৈক মাড়ওয়ারির নিকট হইতে আমি টাকা কর্জ্জ করে তাঁহার অংশ খরিদ লই ও ক্রমে আমার বেতন হইতে উক্ত দেনা পরিশোধ করি। খোদাওয়ান্দ করিমের অনুগ্রহে দোকানের অবস্থা ভাল হইতে থাকিল। আমার পীর মুর্শিদের ইঙ্গিতে বিহার শরীফের বোজর্গ হজরত মখদুমুল মোলক রহমতুল্লাহ আলায়হের নামানুকরণে ইহার নাম 'মখদুমী লাইব্রেরী' রাখা হইল। দিন দিন কারবারে উন্নতি হইতে থাকিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মোসলেম প্রাইমারী স্কুলসমূহের জন্য মোসলেম লেখক প্রণীত পুস্তকসমূহ পাঠ্য নির্ধারিত হইয়াছিল এবং উহার ফলে তৎকালীন মোসলেম প্রকাশকগণ আশাতীত লাভবান হইয়াছিলেন। সমগ্র বঙ্গে ইহাদের পুস্তক গৃহীত হইল। মখদুমী লাইব্রেরী প্রেস খরিদ করত পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করিতে

থাকিল। (আমার জীবন ধারা, পৃ: ১০১)। যেহেতু তিনি সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন সেজন্য তিনি নিজে লাইব্রেরির মালিকানা গ্রহণ করেননি। তবে লাইব্রেরি কার্যক্রমে তিনি সার্বক্ষনিক নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন এবং সার্বক্ষনিক ইন্ধন জুগিয়েছেন যেন লাইব্রেরীটি সুষ্ঠভাবে চলে। এ থেকে বুঝা যায় লাইব্রেরীর প্রতি তাঁর কি পরিমাণ আগ্রহ ছিল। আমরা সচরাচর লাইব্রেরী বলতে যা বুঝি মখদুমী লাইব্রেরী তার থেকে বেশী কিছু ছিল। এই লাইব্রেরীর বহুমুখী বৈশিষ্ট্য ছিল। এটি একাধারে ছিল লাইব্রেরী যেখানে পুস্তকের ব্যবসা হত, এখানে পুস্তক প্রকাশের পরিকল্পনা হত, প্রতিষ্ঠিত লেখকগণ এখানে নিয়মিত আসতেন, নতুন ও আগ্রহী লেখকগণ এখানে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন, এখানে পুস্তক মুদ্রণের প্রেস ছিল এবং এখানে দেশব্যাপী পুস্তক সরবরাহেরও ব্যবস্থা ছিল। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বারকগ্রন্থে গোলাম মইনউদ্দিন উল্লেখ করেন, "১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে এক সরকারি নির্দেশবলে মুসলমান লেখকদের প্রণীত পুস্তকই মক্তব মাদ্রাসায় পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়। মখদুমী লাইব্রেরি এ সময়েও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। মুসলমান লেখকদের লেখা পাঠ্যপুস্তক বিপুল পরিমাণে মুদ্রণ ও প্রকাশ করার দায়িত্ব ও ঝুঁকি একমাত্র মখদুমী লাইব্রেরিই গ্রহণ করেছিল। আশা করি মুসলিম সাহিত্য অনুরাগী ও উৎসাহী পাঠক-পাঠিকা মুখদুমী লাইব্রেরির এ অবদানের কথা চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্বরণ করবেন। মখদুমী লাইব্রেরি প্রকাশিত সেদিনের সচিত্র বর্ণ পাঠ, প্রথম পড়া, মক্তব বর্ণ পাঠ, মক্তব বাল্যশিক্ষা, নীতি ও শিক্ষা, মক্তব-মাদ্রাসা সাহিত্য, ধারাপাত, আমপারা, উর্দু. কায়দা প্রভৃতি বই বহু মুসলমান শিক্ষার্থীর পাঠ্য বই হিসেবে ব্যবহৃত হয়।" (স্বারকগ্রন্থ, পৃ:২৮) । মখদুমী লাইব্রেরি তৎকালীন সময়ে অনেক লেখক/সাহিত্যিকের বই প্রকাশ করেছে। 'এই মখদুমী লাইবেরীর কৃপায় সে সময়ের কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। গ্রন্থগুলির মধ্যে 'বিষাদ সিন্ধু' ও 'আনোয়ারা'-এর নাম উল্লেখ করা যায়।' (স্বারকগ্রন্থ, পৃ:২৭)। মীর মোশাররফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধু এবং মোহাম্মদ নজিবুর রহমানের আনোয়ারা গ্রন্থ দুটি সে সময়ে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তিনি মখদুমী লাইব্রেরীর একটি শাখা ঢাকাতে খোলার প্রস্তাব করেছিলেন কিন্তু তাঁর ভাই মোবারক আলী রাজি না হওয়ায় পুত্র বদরুদ্দোজার নামে এম্পয়ার বুক হাউস নামে স্বতন্ত্র একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুকাল পরে এম্পয়ার বুক হাউস নাম পরিবর্তন করে এর নাম রাখা হয় আহ্ছানউল্লা বুক হাউস। ১৯৩৬ সালে এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয় মখদুমী লাইব্রেরী এন্ড আহ্ছানউল্লা বুক হাউস। "এই লাইব্রেরি প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ইসলামী গ্রন্থ প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করে। এই সময়ে মুসলমানগণ বইয়ের ব্যবসায় খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার জন্যে এটি ছিল একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। মখদুমী লাইব্রেরির ভিত্তি স্থাপন কেবল ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে ভুল হবে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ছিলেন মনেপ্রাণে সাহিত্যানুরাগী। সাহিত্যচর্চায় তিনি নিজে কেবল অগ্রণী ভূমিকা পালন করেননি, তৎকালীন অন্যান্য মুসলমান লেখকদের রচনা প্রকাশের এবং প্রচারের মাধ্যম হিসাবে তিনি এই লাইব্রেরিকে ব্যবহার করেন। ব্যবসায়িক মানসিকতা নয়, একান্ত আন্তরিকতা ও দরদ দিয়ে এখান থেকে নিয়মিতভাবে মুসলমান লেখকদের রচনা প্রকাশ করা হত।

উপসংহার

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সমাজসেবাকে সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন আর বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনায় তিনি বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন। প্রকাশনায় তাঁর উদ্দেশ্য ছিল লেখাসমূহের দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ ও ব্যাপক মানুষের ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা। এজন্য তিনি যে কোনো লেখা প্রকাশনার জন্য সবসময় উৎসাহী দিতেন। তাঁর এই মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে ভক্তদের কাছে লেখা তাঁর পত্রের মাধ্যেমে। ১৬ অক্টোবর ১৯৫২ সালে লেখা জনাব নজীর আহম্মদের কাছে লেখা একটি পত্র এরকম "...আমি সাতক্ষীরাতে গিয়েছিলাম, সেখানকার অফিসারগণ আগামী ফতেহা দোয়াজদহমে আসিবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন -ভরসা তোমার। অন্ততঃ একসপ্তাহ পূর্বে **নলতায় ফিরবেই ফিরবে। এতৎসহ** Draft prospectus **পাঠাইলাম, উহা কাসেম সাহেবের প্রেসে ছাপাইয়া নিবে" (অমীয় বাণী, পৃ: ৪৭)**। গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট মুদ্রণ ও প্রকাশে তাঁর আগ্রহ বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠার পর তাঁর সভাপতিত্বে ২ মার্চ, ১৯৫৮ তারিখে ৩য় সভাতেই উল্লেখ করা হয় "Resolved that 500 copies of the

constitutions, with cover, be printed and distributed to the Patrons and Members" (Minutes Book, Vol-1, Dhaka Ahsania Mission, DAM publication-358, December 2008) । ৩০ জুন ১৯৫৮ তারিখের সভাতে সিদ্ধান্ত হয় "Resolved that Notices of the meeting be published the local papers" (Do, p-14) । খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ছাপাখানা এবং তৎসঙ্গে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে খুবই উৎসাহী ছিলেন। ২৬/৬/৫৯ তারিখে জনাব কুদ্দুস খান সাহেবকে লেখা তিনি লেখেন "আপনার স্মৃতি স্থায়ী করিবার জন্য মনটী দিয়ে আপনিও প্রস্তাব করেছিলেন হবিগঞ্জের বুকে একটি ছাপাখানার অনুষ্ঠান করিবেন। আপনার প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করেছি। .....press করিলে তৎসহ একটী লাইব্রেরী চালাইতে পারিবেন। আমার যেসকল বই খুব চালু আছে অথবা out of stock সেগুলি ছাপাতে পারিবেন এবং ইচ্ছা করিলে আমার অপরাপর বই ছাপাতে পারিবেন।" (খানবাহাদুর আহ্ছানুউল্লা রচনাবলী ১২ খন্ড, পৃ: ৫৭০)।

তাঁর উদ্যোগে প্রকাশনার সুযোগ সৃষ্টিতে মুখদুমী লাইবেরি, আহ্ছানউল্লা বুক হাউস, আহ্ছানিয়া লাইবেরী, খুলনা ইত্যাদি মাধ্যমে প্রকাশনা ক্ষেত্রকে এক নতুন দিগন্তে পৌঁছে দিয়েছেন। এজন্য প্রকাশনা ক্ষেত্রে তাঁর নাম স্বর্নাক্ষরে লেখা থাকবে।

গবেষণা ও রচনায়: প্রন্ধকারদ্বয়

আবদুল বারী আল-বাকী

কো-অর্ডিনেটর: প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

নাফিজ উদ্দিন খান

কো-অর্ডিনেটর: বিএলএ, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

তথ্যসূত্র:

১। আমার জীবন-ধারা, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ), ৯ম সংস্করণ: মে ২০০৭

২। অমীয় বাণী, পত্রাবলী, ঢাকা, ১৯৯২ (রচনাকাল ১৯৩২-৬৪)

৩। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, ১২তম খন্ড

৪। Minutes Book, Vol-1. Dhaka Ahsania Mission Publication 338, December 2008

৫। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারকগ্রন্থ, সম্পাদনা ড. গোলাম মঈনউদ্দিন, জুলাই ২০০২

৬। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) ও তাঁর কর্মসাধনা-৪ (মিশনের ক্রমবিকাশ তথ্যকণিকা)

- ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৬০ বছর পূর্তিতে হীরক জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে গবেষণা প্রকল্পের অধীনে আহ্ছানিয়া ইন্সটিটিউট অব সূফীজমের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত চতুর্থ সেমিনার ২১ এপ্রিল ২০১৮ রোজ শনিবার বিকেল ৩ ঘটিকায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এ উপস্থাপিত।